কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম
(UNDER CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে
SOCIOLOGY, 1ST & 3RD SEMESTER
(MAJOR, MINOR & MDC) কোর্সের জন্য

NEW

Syllabus
Under CCF

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি গাইড

(Introduction to Sociology)

Semester - 1 & 3 (Major,Minor & MDC)

দেবকুমার হালদার

Edubitan

ডিজিটাল
সংস্করণ
(eBook)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম
(UNDER CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে
SOCIOLOGY, 1ST & 3RD SEMESTER
(MAJOR, MINOR & MDC) কোর্সের জন্য

Under CCF

NEW Syllabus

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি গাইড

(Introduction to Sociology)

Semester - 1 & 3 (Major,Minor & MDC)

দেবকুমার হালদার

B.A Education (Hons.), M.A. in Education,
B.Ed., M.Phil in Education (University of Calcutta)
State Aided College Teacher (DCH College)

Edubitan

ডিজিটাল
সংস্করণ
(eBook)

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি গাইড
(Introduction to Sociology)

✦ ISBN - 978-93-5679-814-4

© by Author
লেখক ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই বইটির পিডিএফ কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না বা শেয়ার করতে পারবেন না এবং বইটির ক্রেতার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

✪ গ্রন্থস্বত্ব - লেখক

✤ প্রথম প্রকাশ –
ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

মূল্য ₹ 130.00
(একশত ত্রিশ টাকা মাত্র)

ভূমিকা –

বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। এই নীতির আলোকে ২০২৩–২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (UG) স্তরের পাঠক্রম নতুনভাবে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চাহিদার দিকটি বিবেচনা করে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রম (Under CCF) অনুসারে স্নাতক স্তরে Introduction to Sociology -এর 1st Semester (Major, Minor and MDC), 3rd (Minor) কোর্সের জন্য অন্তর্ভুক্ত **'সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি গাইড'** নামক পুস্তকটি রচনা করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশ্নরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা ও সামর্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় সহজ-সরল ভাষায় সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি শিক্ষার্থীসমাজের পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও পাঠকদের নিকট বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়ক ও সহজবোধ্য হয়ে উঠবে।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে যেসকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সম্মানীয় অধ্যাপকবৃন্দ, সহকর্মী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীগণ আমাদের সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি, যাদের উদ্দেশ্যে এই আন্তরিক ও সৎ প্রয়াস—আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা—যদি এই গ্রন্থ থেকে সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয়, তাহলেই আমাদের লেখনী সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করব। পুস্তকটির আরও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সকলের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত।

Edubitan

ধন্যবাদান্তে

ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

দেবকুমার হালদার
সুপর্না হালদার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

1st Semester (Major, Minor and MDC),

3rd (Minor)

নতুন সিলেবাস (Under CCF)

Introduction to Sociology

Unit - 1. Sociology: Discipline and Perspective

1.1. Thinking Sociologically, Emergence of Sociology, Sociology as a science; Sociology and Common Sense.

1.2. Some Basic Concepts: Association; Community, Groups and its Forms; Status and Role; Norms and Values

Unit - 2. Sociology and Other Social Sciences

2.1 Sociology and Social Anthropology

2.2 Sociology and Psychology

2.3 Sociology and History.

2.4. Sociology and Political Science

Edubitan

Unit - 3. Individual and Society

3.1. Socialization: Concept and Agencies

3.2. Culture: meaning and characteristics; Types of culture – popular, elitist, folk, and consumer cultures;

3.3. Pluralism and Multiculturalism, Culture and Personality

3.4. Conformity and Deviance.

Unit - 4 Human Society

4.1 Social Institutions and Social Processes

4.2 Social control: meaning, agencies and mechanisms

4. 3 Social Change, definition, factors, Social Mobility

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

1st Semester (Major, Minor and MDC),

3rd (Minor)

নতুন সিলেবাস (Under CCF)

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি (Introduction to Sociology)

ইউনিট – ১ সমাজবিজ্ঞান: একটি বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি

১.১. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব, বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান; সমাজবিজ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান।

১.২. কিছু মৌলিক ধারণা: সমিতি; সম্প্রদায়, সামাজিক গোষ্ঠী এবং এর রূপসমূহ; মর্যাদা ও ভূমিকা; নিয়ম ও মূল্যবোধ।

ইউনিট - ২ সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান

২.১ সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান

২.২ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

২.৩ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস

২.৪ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

Edubitan

ইউনিট - ৩ ব্যক্তি এবং সমাজ

৩.১. সামাজিকীকরণ: ধারণা এবং মাধ্যমসমূহ

৩.২. সংস্কৃতি: অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য; সংস্কৃতির প্রকারভেদ – জনপ্রিয়, অভিজাত, লৌকিক এবং ভোগবাদী সংস্কৃতি;

৩.৩. বহুত্ববাদ এবং বহুসংস্কৃতিবাদ, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্ব

৩.৪. অনুক্রমণ / সামঞ্জস্য এবং বিচ্যুতি।

একক - ৪ মানব সমাজ

৪.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রক্রিয়া

৪.২ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: অর্থ, সংস্থা এবং প্রক্রিয়া

৪.৩ সামাজিক পরিবর্তন, সংজ্ঞা, কারণ, সামাজিক গতিশীলতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্মানিক (অর্নাস/মেজর) ও

সাধারণ (জেনারেল/মাইনর)-স্নাতক

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মার্কস বিন্যাস

সর্বমোট – 75 নম্বর লিখিত	
5টি রচনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে - 3টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।	প্রতিটি প্রশ্নের মান – 15
8টি সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন থাকবে- যে-কেনো 6টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।	প্রতিটি প্রশ্নের মান – 5

**Note - ১৫ নম্বরের বড় প্রশ্নের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন থাকতে পারে।

যেমন – ৫+৫+৫ = ১৫ অথবা, ৫+১০ = ১৫

Edubitan

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1. রচনাধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫)	6-36
2. সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫)	37-66
সাজেশন (Suggestion)	67-69

Edubitan

প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫

Edubitan

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি (Introduction to Sociology)

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর - **বিভাগ – ক** প্রতিটি প্রশ্নের মান – ১৫

প্রশ্ন – সমাজতত্ত্ব কী? সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানমনস্কতা / বিজ্ঞানধর্মিতা বিষয়ে বিতর্কটি আলোচনা করো।

✪ **উত্তর** – ➻ মানবসমাজ একটি জটিল ও গতিশীল বাস্তবতা। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ, প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন থেকেই সমাজতত্ত্বের জন্ম। আধুনিক কালে সমাজকে শুধু দর্শন বা অনুমানের মাধ্যমে নয়, বরং পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যায় কি না—এ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলে আসছে। এই বিতর্কই সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানমনস্কতা বা বিজ্ঞানধর্মিতা বিষয়ক বিতর্ক নামে পরিচিত।

➻ **সমাজতত্ত্ব (Sociology)** – সমাজতত্ত্ব হল সমাজ ও সামাজিক আচরণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। এটি মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়ম এবং সমাজ পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করে। সমাজতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Sociology'। এটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যথা - 'Socio' যার অর্থ হল - 'সমাজের মধ্যে সম্পর্ক' (In relation to society) এবং 'logy' যার অর্থ হল - 'জ্ঞান বা বিজ্ঞান'। তাই আক্ষরিক অর্থে সমাজতত্ত্ব হল - 'সমাজের মধ্যে সম্পর্কের অধ্যয়নকারী (studies relations in society) বিজ্ঞান'।

ফ্রান্সের দার্শনিক ও সমাজবিদ্ অগাস্ট কোঁত (Auguste Comte) 1837 সালে 'Positive Philosophy' গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমাজতত্ত্ব (Sociology) শব্দটির ব্যবহার করেন। এই জন্য অগাস্ট কোঁত (Auguste Comte) -কে 'সমাজতত্ত্বের জনক' (Father of Sociology) বলা হয়।

- সমাজবিদ্ অগাস্ট কোঁত (Auguste Comte) বলেছেন - "Sociology as a positive science." অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব হল একটি ইতিবাচক বিজ্ঞান।
- সমাজতাত্ত্বিক এমিল ডুরখেইম (Emile Durkheim) বলেছেন - "Sociology as a science of social institutions." অর্থাৎ সমাজবিদ্যা বা সমাজতত্ত্ব হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞান।
- সমাজতাত্ত্বিক অগবার্ন ও নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) বলেছেন - "Sociology as the study of social life." অর্থাৎ সমাজবিদ্যা সামাজিক জীবনধারাকে অধ্যয়ন করে।
- সমাজবিদ্ কিম্বল ইয়ুং (Kimball Young) -এর মতে, "Sociology is the study of human behaviour in groups." অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব হল গোষ্ঠীর সদস্যদের আচরণগত দিক অধ্যয়ন।

তাই সমাজতত্ত্ব হল এমন এক ইতিবাচক বিজ্ঞান, যেখানে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করে থাকে।

➻ **সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানমনস্কতা / বিজ্ঞানধর্মিতা বিষয়ে বিতর্ক** - সমাজতত্ত্ব মানুষের সমাজজীবন ও সামাজিক আচরণকে বিশ্লেষণ করে এমন একটি শাস্ত্র। এই শাস্ত্রটি বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা যায় কি না–এ নিয়ে

Edubitan

সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ ও আলোচনাকেই সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানমনস্কতা বা বিজ্ঞানধর্মিতা বিষয়ক বিতর্ক বলা হয়।

✤ **বিষয়বস্তুর জটিলতা** - সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হলো মানুষ ও তার সামাজিক আচরণ, যা অত্যন্ত জটিল ও পরিবর্তনশীল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো এখানে নির্দিষ্ট ও স্থির নিয়ম সবসময় প্রয়োগ করা যায় না। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও মূল্যবোধ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে কঠিন করে তোলে। এই কারণেই অনেকের মতে সমাজতত্ত্ব পুরোপুরি বিজ্ঞান নয়।

✤ **পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা** - প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হলেও সমাজতত্ত্বে তা প্রায় অসম্ভব। সমাজের ওপর ইচ্ছামতো পরীক্ষা চালানো নৈতিক ও বাস্তব কারণে সম্ভব নয়। ফলে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় পরীক্ষণের অভাব দেখা যায়। এই সীমাবদ্ধতা সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানধর্মিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

✤ **সার্বজনীন নিয়মের অভাব** - পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের মতো সমাজতত্ত্বে সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম খুব কম পাওয়া যায়। সমাজ একেক দেশে, একেক সময়ে একেক রকম রূপ ধারণ করে। ফলে একটি সমাজতাত্ত্বিক সূত্র সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হয় না। এই কারণে সমালোচকরা সমাজতত্ত্বকে আপেক্ষিক বিজ্ঞান বলে মনে করেন।

✤ **মূল্যবোধের প্রভাব** - সমাজতত্ত্বে গবেষকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান গবেষণাকে প্রভাবিত করতে পারে। সম্পূর্ণ মূল্যনিরপেক্ষ থাকা সমাজতত্ত্বে খুবই কঠিন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেখানে গবেষক প্রায় নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, সেখানে সমাজতত্ত্বে এই নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ। তাই অনেকেই একে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বলতে চান না।

✤ **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার** - সমাজতত্ত্বে পর্যবেক্ষণ, তথ্যসংগ্রহ, শ্রেণিবিন্যাস, তুলনা ও বিশ্লেষণের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পরিসংখ্যান, সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও কেস স্টাডির মাধ্যমে সমাজ বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে। তাই সমর্থকদের মতে সমাজতত্ত্ব অবশ্যই একটি বিজ্ঞান।

✤ **কারণ–কার্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ** - সমাজতত্ত্ব সামাজিক ঘটনার পেছনের কারণ ও তার ফলাফল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। যেমন–দারিদ্রের কারণ, অপরাধের সামাজিক উৎস বা সামাজিক পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়। এই কারণ–কার্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যায়।

✤ **ভবিষ্যদ্বাণীর সীমিত ক্ষমতা** - প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কারণ মানুষের আচরণ সবসময় একই থাকে না। তবে প্রবণতা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব কিছু অনুমান করতে পারে। এই সীমিত ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানধর্মিতাকে আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ করে।

✤ **সমাজতত্ত্ব একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান** - অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে সমাজতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ভিন্ন হলেও এর লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক। তাই সমাজতত্ত্বকে "নরম বিজ্ঞান" (Soft Science) বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞানমনস্কতাকে স্বীকার করে, তবে তার সীমাবদ্ধতাও মেনে নেয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সমাজতত্ত্বকে নিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সমাজতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও নিরপেক্ষ না হলেও এটি যুক্তিনির্ভর,

প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫

Edubitan

সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি (Introduction to Sociology)

সংক্ষিপ্তধর্মী প্রশ্নোত্তর - **বিভাগ – খ** প্রতিটি প্রশ্নের মান – ৫

প্রশ্ন – "সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান।"-এর স্বপক্ষে যে-কোনো তিনটি যুক্তি উল্লেখ করো।

✪ উত্তর – **সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান হওয়ার স্বপক্ষে তিনটি যুক্তি** - সমাজতত্ত্ব (Sociology) মানুষের সমাজ, সামাজিক আচরণ, সম্পর্ক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যয়ন করে। এটি কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন দিককে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। সমাজতত্ত্ব মানুষের আচরণের নিয়ম, সামাজিক সংস্থান ও তাদের প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে। সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণ ও সমাধান নির্ধারণ করতে সমাজতত্ত্বের জ্ঞান ব্যবহার করা হয়। এই বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজতত্ত্বকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ধরা হয়। সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান হওয়ার স্বপক্ষে তিনটি যুক্তি হল -

✦ **প্রমাণভিত্তিক পর্যবেক্ষণ** (Empirical Observation) - সমাজতত্ত্ব গবেষকরা সমাজের বিভিন্ন ঘটনার উপর সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন। এটি অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করে না। তারা সমাজের মানুষ, তাদের আচরণ, প্রতিষ্ঠান এবং সম্পর্ক নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার প্রভাব বা দারিদ্র্যের কারণগুলো পরীক্ষা করার জন্য সামাজিক জরিপ বা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ প্রমাণভিত্তিক, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল ভিত্তি। তাই সমাজতত্ত্ব বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে।

Edubitan

✦ **নিয়ম ও প্যাটার্ন অনুসন্ধান** (Search for Patterns and Laws) - সমাজতত্ত্ব শুধু তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণই নয়, সমাজে বিদ্যমান নিয়ম ও প্যাটার্ন খুঁজে বের করে। বিভিন্ন সামাজিক আচরণ বা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণ করা যায়। যেমন, পরিবারের কাঠামো, সামাজিক স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক ইত্যাদি। এই নিয়মগুলো পুনরাবৃত্তি হয় এবং সমাজের স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। এমন নিয়ম খুঁজে বের করার প্রক্রিয়ার কারণে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা হয়।

✦ **পদ্ধতিগত গবেষণা** (Systematic Research) - সমাজতত্ত্বে গবেষণা সম্পাদনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এটি অন্তর্ভুক্ত করে জরিপ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, ডেটা সংগ্রহ এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিশ্লেষণ। গবেষকরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগঠিত করে, ত্রুটি কমায় এবং ফলাফল নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারে। গবেষণার এই নিয়মিত ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সমাজতত্ত্বকে পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং পরীক্ষাযোগ্য করে তোলে, যা বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম মূল দিক।

উপরোক্ত যুক্তিগুলো প্রমাণ করে যে সমাজতত্ত্ব কেবল ধারণা বা মতামতের ভিত্তিতে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। সমাজের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ, নিয়ম ও প্যাটার্ন খুঁজে বের করা এবং পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করার কারণে সমাজতত্ত্বকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ধরা যায়। এটি আমাদের সমাজের কাঠামো, আচরণ এবং পরিবর্তন বোঝার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক উপায় প্রদান করে।

প্রশ্ন – সমিতি বলতে কী বোঝো? সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

✪ উত্তর – ➻ **সমিতি (Association)** - সমিতি হল ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী, যা সাধারণ কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়। এটি কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষামূলক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতি সাধারণত আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয় এবং এর নিজস্ব নিয়ম ও পরিচালনার কাঠামো থাকে।

সমিতির মূল লক্ষ্য হল সদস্যদের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষা করা বা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বিশেষ প্রকল্পের জন্য গঠিত হতে পারে, এবং সদস্যরা স্বেচ্ছায় এতে যোগ দিতে পারে। সমিতি সমাজে সামাজিক সংহতি, একতা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

✦ **সমিতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of an Association)** - সমিতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

- ➢ **স্বেচ্ছাসেবী গঠন (Voluntary Formation)** - সমিতি গঠিত হয় ব্যক্তিদের স্বেচ্ছার মাধ্যমে। কোনো কর্তৃপক্ষ বা সরকার ব্যক্তিকে বাধ্য করে এতে যুক্ত করতে পারে না। সদস্যরা নিজেদের আগ্রহ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এতে অংশগ্রহণ করে।
- ➢ **সাধারণ লক্ষ্য (Common Objective)** - সমিতির সদস্যদের একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকে, যেমন শিক্ষার উন্নয়ন, সামাজিক সেবা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বা অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা। এটি ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেয়।
- ➢ **আইনি স্বীকৃতি (Legal Recognition)** - সমিতি সাধারণত সরকারি নিয়মে নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনের মাধ্যমে এটি আইনি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং তার কার্যক্রম বৈধ হয়।
- ➢ **সদস্য ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ (Member-based Governance)** - সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা হয় সদস্যদের সমন্বয়ে। সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সদস্যরা নিয়মাবলী মেনে চলেন।
- ➢ **সমষ্টিগত কার্যক্রম (Collective Activities)** - সমিতি একক ব্যক্তির নয়, বরং সমস্ত সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করে। এটি সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা, সংহতি ও দলবদ্ধ কার্যক্রম বাড়ায়।

✦ **সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য** - সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলি হল নিম্নলিখিত -

বৈশিষ্ট্য (Feature)	সমিতি (Association)	প্রতিষ্ঠান (Institution)
ধারণা (Concept)	সমিতি হল স্বেচ্ছায় গঠিত ব্যক্তিগত বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গোষ্ঠী	প্রতিষ্ঠান হল সমাজে নিয়ম, প্রথা ও কাঠামো বজায় রাখার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা বা সংস্থা
গঠন (Formation)	ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাসেবী প্রচেষ্টায় গঠিত	সাধারণত সরকার, বড় সংস্থা বা সমাজের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত
উদ্দেশ্য (Purpose)	সাধারণত সদস্যদের সম্মিলিত স্বার্থ বা বিশেষ সামাজিক/শিক্ষামূলক লক্ষ্য পূরণ	সমাজে স্থায়ী নিয়ম, মূল্যবোধ, প্রথা বা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ
সদস্যতা (Membership)	ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যোগদান করে, সদস্য সংখ্যা পরিবর্তনশীল	সদস্যতা সাধারণত নিয়ম, প্রথা বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত

সাজেশন

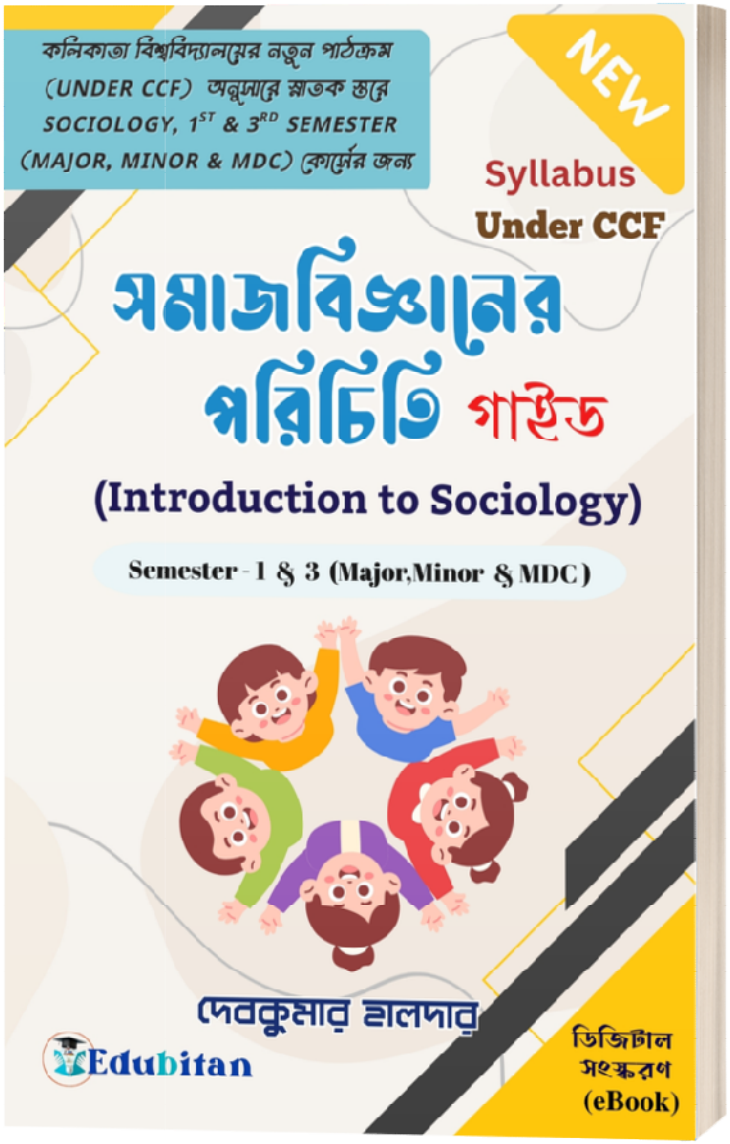

সম্পূর্ন সাজেশনসহ Pdf বইটি পেতে এখনি আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

✪eBook Official Website –

store.edubitan.com

Edubitan

সম্পূর্ন সাজেশনসহ Pdf বইগুলি পেতে এখনি আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

✪eBook Official Website –

store.edubitan.com